সমীর প্রোডাক্‌সন্সের

প্রথম নিবেদন

তিন পরী

নভোকভের ললিতা নয়

বাংলা ছবির জগতে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

ছয় প্রেমিক

29-7-77

সমীর প্রোডাকসন্সের

প্রথম নিবেদন

তিন পরী ছয় প্রেমিক (A)

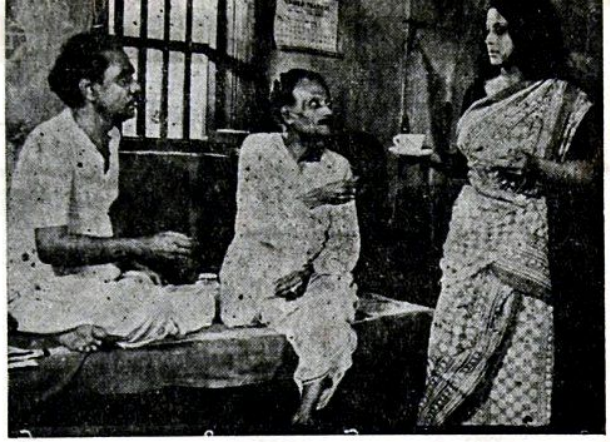

প্রযোজনা—**সমীর মুখার্জী**

কাহিনী—**জ্যোতিরীন্দ্র নন্দী**

কাহিনী বিন্যাস-চিত্রনাট্য-পরিচালনা—**দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

কলাকুশলীবৃন্দ

সঙ্গীত পরিচালনা—**প্রবীর মজুমদার**। চিত্র গ্রহণে—**দীপক দাস** সম্পাদনা—**গঙ্গাধর নস্কর**। শিল্প নির্দেশনা—**রবি চট্টোপাধ্যায়**। শব্দ গ্রহনে—সৌমেন চ্যাটার্জী, অনিল দাসগুপ্ত, বলরাম বারুই। সঙ্গীত গ্রহন ও শব্দ পুনযোজনা—সত্যেন চ্যাটার্জী। কর্মসচীব—কাশীনাথ ব্যানার্জী। কণ্ঠ সঙ্গীতে—**মান্না দে, আরতি মুখার্জী ও তৃপ্তি মুখার্জী**। গীত রচনা—বিমল ঘোষ, বীরেন ভট্টাচার্য্য, শান্তিময় কারফর্মা। উপ-স্থাপনা—তৃপ্তি মুখার্জী। রূপসজ্জা—অনাথ মুখার্জী। প্রধান সহকারী পরিচালনা ও প্রচার পরিকল্পনা—**তাপস ব্যানার্জী**। স্থির চিত্র—প্রবীর সোম। সাজসজ্জা—সিনে ড্রেসার। প্রচার অঙ্কনে—সত্য চক্রবর্ত্তী, হীরালাল সেন চৌধুরী, পালিত এণ্ড কোং, জি, সি, বর্মন। আলোক সম্পাতে—প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, সুভাষ ঘোষ, কাশী কাঁহার, তারাপদ মান্না, রামদাস কুয়ার, হংস রাজ মাহ, ঝণ্টু ভট্টাচার্য্য।

কলকাতায় টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে অন্তঃদৃশ্য গৃহীত এবং ধীরেন দাশগুপ্তর তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

সহকারীগণ

পরিচালনায়—দীপ রঞ্জন বসু। চিত্রগ্রহণে—শঙ্কর চ্যাটার্জী, নীলোৎপল সরকার। সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ মিশ্র। শিল্পনির্দেশনা—সুরেশ চন্দ্র। শব্দগ্রহণে—বাবাজী। সঙ্গীত পরিচালনায়—দিলীপ রায়। রূপসজ্জা—বটু গাংগুলি। ব্যবস্থাপনা—মুরারী চ্যাটার্জী, সুনীল ব্যানার্জী।

বিশ্বপরিবেশনায়—**সমীর ডিষ্ট্রিবিউটর্স**

২, জহর লাল নেহেরু রোড, কলি-১৩

মূল্য—২৫ পয়সা

গল্পাংশ—প্রকাশ চাটুজ্যের মা-মরা তিন মেয়ে লাকী শাকী আর জোনাকী। বর্ত্তমান যুগের লক্ষ লক্ষ কেরানীদের একজন ছিলেন প্রকাশবাবু। আজ তিনি পেনসেন ভোগী। যা পান তাতে নুন আনতে পানতা ফুরোয়। এ অবস্থায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হয় নি।

চারজনের এই ছোট্ট সংসারে অর্থাভাব থাকলেও সুখ আছে। মেয়ে তিনটির মনে আছে বাঁচার স্বপ্ন, সংসার করার সুখ-ছবি। নিজেরাই ওরা বেছে নিয়েছে সুখেন বংশী আর পরেশকে। আসলে মেয়ে-দের বিয়ে দিতে গিয়ে বাপের ব্লাড প্রেসার বাড়ুক সেটা ওরা চায় না। মেয়েদের এই নির্বাচনে খুশী প্রকাশবাবু। ছেলে তিনটে সাত্যি হীরের টুকরো। ভালো ছেলে হলেই তো ভালোভাবে বাঁচা যায় না; করা চলে না সুন্দর সংসার। মনের মত সবকিছু করতে চাই অর্থ। সে অর্থ ওদের কোথায়? প্রেমিক তিনজনের কথা ভেবে প্রেমিকারাই কাজে নামে। কাজ মানে চাকুরী নয়। অর্থ উপার্জনের পথ তারা অন্য ভাবে নেয়। প্রেমিকারা কৃত্রিম ভালোবাসার রূপ নিয়ে নিজেদের জীবনে ডেকে আনে আরও তিন পুরুষকে। প্রণব, সিদ্ধার্থ ও সারদা রক্ষিত এখন লাকী শাকী আর জোনাকীর নতুন প্রেমের নাগর। তিনজনই অর্থবান। বড়লোকের ছেলে প্রণব বয়সে লাকীর থেকে ছোট হলেও প্রেমের ব্যাপারে পাকা। লাকীর আগেও বেশ কয়েকটি মেয়ে তার জীবনে এসে গেছে। বিলিতি কোম্পানীতে চাকরী করে সিদ্ধার্থ। স্ত্রীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন তার সঙ্গী মদ আর মেয়ে মানুষ। শাকীকে শেষের চাহিদা পূরণ করার কাজে লাগায় সিদ্ধার্থ। সারদা রক্ষিতের গুণ অনেক। বাড়ীতে বউ ছেলেমেয়ে রেখে শুধু যে কচি কচি মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্ত্তি করে তা নয়, ভ্যাজাল কারবারের ব্যবসাও বেশ ভালোভাবে পেতে বসেছে। সুতরাং জোনাকীর-দাবী অনুযায়ী টাকা দিতে তার কোন আপত্তি নেই। মানুষকে ঠকাতে গেলে নিজে আগে ঠকতে হয়, পরেশের এই কথাটা মর্মে মর্মে বুঝতে পারে বড় দুই বোন লাকী আর শাকী। দু'জনকে কুইট করতে গিয়ে দুজনে হয় সমাজের বলি—কিন্তু জোনাকী? তার কি হল? রূপালী পর্দায় পাবেন তার উত্তর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ট্যালিগঞ্জ গল্‌ফ ক্লাব, কফি ডি, মনিকো, এম, এল, দত্ত মডার্ণ এজেন্টস্, মৃত্যুঞ্জয় বেরা, মিত্র অটোমোবাইল, পারধান, অমিতাভ চ্যাটার্জী, ফ্রেঞ্চ ড্রেস মেকার্স, পার্ক হোটেল, আনন্দ চক্রবর্ত্তী, অজিত রায় চৌধুরী।

গান

(১)

মালটা বড় ঝাল গুরু
বড়ই ঝাল
আরে যতোই ঝাল হোক না ইয়ার
মাল টেনে নে ভর পেটা
কার্নিক কর ঝালকে মালে
মৌতাতেরই রাতটা
মৌতাতেরই রাতটা
ভাবনা টাবনা জাবনা হবে এই
জিনিষের এক ঢোকে
ভাবনা টাবনা জাবনা হবে এই
জিনিষের এক ঢোকে
কারেক্ট বলছি ইঞ্জিরি
মাইরি বলছি আমীরি চাল ফুটবে
রঙ্গীন তোর চোখে
এরই জোড়ে মুখের লাগাম
ছোটায় যত কেউ কেটা
কার্নিক কর ঝালকে মালে
মৌতাতেরই রাতটা
মৌতাতেরই রাতটা
তোর জীবনের যতোই আসুক
রাজা উজির প্যাসেঞ্জার
তোর জীবনের যতোই আসুক
রাজা উজির প্যাসেঞ্জার
মানুষ হওয়া
মানুষ হওয়া তোর হবে না
তুই চিরদিন ডেরাইভার
বাঁচতে যদি চাস পার্টনার
লড়ে বাঁচার সাধ মেটা
মা—খ—ন
বাট্টার
কার্নিক কর ঝালকে মালে
মৌতাতেরই রাতটা
মৌতাতেরই রাতটা

(২)

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
হাওয়ায় খবর জাগে
হালকা পাখায় মৌমাছিরা
ভীড় করে মৌচাকে
আমার দেখতে ভাল লাগে
আমার ভাবতে ভালো লাগে
ও গোলাপ ও গোলাপ
গন্ধ কোথায় পেলে
কে তোমার পাপড়ি খুলে
আতর দিল ঢেলে
এই ফুলের বনে বনে আমি
ঘুরি অকারণে
আমার হয়নি এমন
কক্ষনো তাই দারুন মজা লাগে
সা রে গা মা পা ধা নি
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
হাওয়ায় খবর জাগে
ও আকাশ ও আকাশ
তোমার ললাট থেকে
কেন চাঁদ চন্দনেরই টিপ দিয়েছে
এঁকে
ঐ আলো ছায়ায় দোলে আমার
অঙ্গ যেন দোলে
আমার হয়নি এমন কক্ষনো তাই
ভীষণ মজা লাগে
সা রে গা মা পা ধা নি
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
হাওয়ায় খবর জাগে
হালকা পাখায় মৌমাছিরা
ভীড় করে মৌচাকে
আমার দেখতে ভালো লাগে
আমার ভাবতে ভালো লাগে

(৩)

নীল পাখীটা রোজ ভোরবেলা
এসে ডাকতো
নীল পাখীটা রোজ ভোরবেলা
এসে ডাকতো
তার নামটা ঠিক মনে নেই
রোজ ডাকতো
তার নামটা ঠিক মনে নেই
রোজ ডাকতো
সোনা ঠোঁটে তার রাঙ্গা সূর্য্যের
ছোঁয়া লাগতো
সোনা ঠোঁটে তার রাঙ্গা সূর্য্যের
ছোঁয়া লাগতো
ফুল গাছটায় রোজ ভোর হলে
যেই ডাকতো
কী যে অদ্ভুত ভালো লাগতো
ভালো লাগতো ভালো লাগতো
নীল পাখীটা রোজ ভোরবেলা
এসে ডাকতো
নীল পাখীটা নয় পাঁড়াগাঁর
নয় শহরের
নয় মরুভূর নয় আকাশের
নয় পাহাড়ের
নয় এদেশের নয় বিদেশের
তার ঠিকানাও কেউ জানে না
কারো পিছু ডাক শুনে
পাখীটাও পোষ মানে না
তবু ভোর বেলা এসে ডাকতো
ভালো লাগতো ভালো লাগতো

ভূমিকায়

বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সত্য ব্যানার্জী, দিলীপ রায়, জুঁই ব্যানার্জী, জয়শ্রী রায়, সোমা মুখার্জী, পার্থ মুখার্জী, তরুণকুমার, জহর রায়, সন্দীপ ভট্টাচার্য্য, এম, এল, দত্ত, তপতী ব্যানার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, পদ্মা দেবী, মন্মথ মুখার্জী, তিলক চক্রবর্তী, মণি শ্রীমানি, জ্যম বড়ুয়া, হীতব্রত রায়চৌধুরী, গোবিন্দ রায়, বাবু সেন, মণিকা মিত্র, কল্যাণ চ্যাটার্জী, নির্মল ঘোষ, শ্যামল রায় চৌধুরী, তিলক মুখার্জী, সুলেখা রায়, অর্দ্ধেন্দু রায়, অরুণ চক্রবর্তী, হরিশঙ্কর, অবনী চ্যাটার্জী, রূপা গাংগুলি, হৈ চৈ গাংগুলি, জে, বি, রোম, সমীর শর্মা, বিশ্বনাথ পাল, স্বপন রক্ষিত, ভবতোষ ব্যানার্জী, মিস ববি ও **সমীর মুখার্জী**।

সমীর ডিষ্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় আসছে

জাতটা শুধু বাইরের খোলস—আসলে আমরা সবাই এক

আজকের কথা আজকের গান

সময়ের কাছে

ভক্তিরসে গাঁথা প্রেমের দলিল

নীলাচলে নীল মাধব

সমীর ডিষ্ট্রিবিউটর্সের পক্ষ হইতে প্রচারবিদ তাপস ব্যানার্জী কর্তৃক সম্পাদিত এবং নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ কলি-১২ হইতে মুদ্রিত।